নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০

(২০২০ সনের ২২ নং আইন)

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন

২। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭ এর "ধারা ৫-এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, সংখ্যা এবং চিহ্নের পরিবর্তে "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৩ ও ৬ এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন

৩। উক্ত আইনের ধারা ৯ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "ধর্ষিতা" শব্দের পরিবর্তে "ধর্ষণের শিকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এর "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা-৫ এর "প্রথম ও তৃতীয় লাইনে দুইবার, উল্লিখিত "ধর্ষিতা" শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে "ধর্ষণের শিকার" শব্দগুলি এবং অতঃপর উল্লিখিত "দায়ী" শব্দের পরিবর্তে "দায়িত্বপ্রাপ্ত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন

৪। উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় হইবে, এবং ধারা ১১ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত অপরাধ আপসযোগ্য হইবে।" ।

২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।-

৫। উক্ত আইনের ধারা ২০ এর-